বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০২

তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
২	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	৩
৩	আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	৩
৪	আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	৩
৫	গণশুনানি	৮
৬	গণশুনানি-পরবর্তী মতামত	১২
৭	কমিশনের পর্যালোচনা	১৪
৮	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং মূল্যহার আদেশ	২৪
পরিশিষ্ট-'ক'	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন	২৭
পরিশিষ্ট-'খ'	প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন	২৮

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অদ্য ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (তিতাস গ্যাস) ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ০.২৫০০ টাকা হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.৫৩০৩ টাকায় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.৫৫৬২ টাকায় নির্ধারণের জন্য তাদের ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.১৩.০০০০.৩৪৮.৩২.০০১.১৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করে। পরবর্তীতে তিতাস গ্যাস ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখের ২৮.১৩.০০০০.৩৪৮.৩২.০০১.১৯.১৩৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত আবেদন কমিশনে দাখিল করে। ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বৃদ্ধির উক্ত আবেদনের সপক্ষে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর আর্থিক তারল্য, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা, আয়কর দায় সংকুলান ও নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছে। তিতাস গ্যাস আবেদনে উল্লেখ করে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পাশকৃত অর্থ বিল অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস বিল পরিশোধকালে ৩% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান আরোপ করা হয়েছে। গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি এবং গ্যাস বিলের ওপর উক্ত হারে উৎসে আয়কর কর্তনের ফলে কোম্পানীর উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি হলে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে কোম্পানীর বিতরণ চার্জ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়ায় কোম্পানীর কর পরবর্তী নীট মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় আয়কর দায়ের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, আয়কর দায় ও উৎসে আয়কর কর্তনের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টির ফলে কোম্পানীর আর্থিক তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তিতাস গ্যাস তাদের আবেদনে আরও উল্লেখ করেছে যে, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয়কর দায়ের তুলনায় উৎসে অধিক আয়কর কর্তন করা হয়েছে যথাক্রমে ৯৭.৮২, ১৭২.২৮ এবং ২২৮.৬৯ কোটি টাকা। এ প্রেক্ষাপটে তিতাস গ্যাস তাদের বিক্রয় রাজস্বের ওপর (মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত) উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণসহ মোট আয়কর দায় বিবেচনার বিষয়ে আবেদনে উল্লেখ করেছে।

১.২ আবেদনে তিতাস গ্যাস ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৬৬% এবং সংশোধিত আবেদনে ১০২.৮৫% বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে তিতাস গ্যাস উল্লেখ করেছে যে, ক্রমহ্রাসমান দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন এবং দেশে গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে